Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

1.3

দীন মহারাজ

(স্বামী সচ্চিদানন্দ)

PRESENTED

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত

A.V.
BANARAS

কলিকাতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

9/305

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

PRESENTED

দীন মহারাজ

(স্বামী সচ্চিদানন্দ)

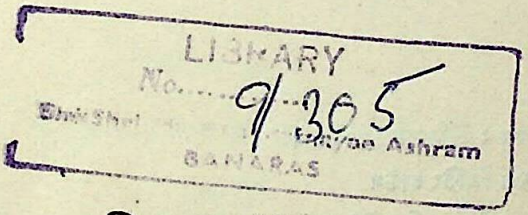

শ্রীমহেন্দ্রনাথ দত্ত

শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়
সম্পাদিত

কলিকাতা
১৩৬২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক : শ্রীমানসপ্রসূন চট্টোপাধ্যায়,
সেক্রেটারী, মহেন্দ্র পাবলিশিং কমিটী :
৩নং গৌরমোহন মুখার্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

মুদ্রাকর : শ্রীনিমাই চরণ ঘোষ
ডায়মণ্ড প্রিন্টিং হাউস
৭৯।এ দুর্গাচরণ মিত্র ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬

গ্রন্থ লিখন : বৈশাখ, ১৩৪৪
লিপিকার : শ্রীবিধুভূষণ ঘোষাল
প্রথম প্রকাশন : ৩০শে, অগ্রহায়ণ, ১৬৩২

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মূল্য : আট আনা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

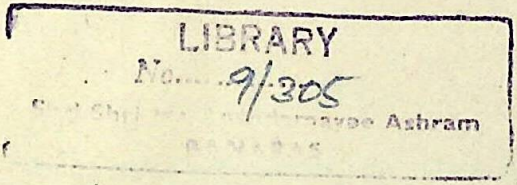

গ্রন্থকার কর্তৃক

শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার রায় মহাশয়ের

সহধর্মিণী

শ্রীমতী হরিভাবিনী দেবীর

প্রতি

আশীর্বাদ জ্ঞাপন স্বরূপ

এই গ্রন্থখানি

উৎসর্গীকৃত হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিবেদন

"দীন মহারাজ" (স্বামী সচ্চিদানন্দ) সাধু হইবার পূর্বে ছোট খাট কাজ কারবারে লিপ্ত ছিলেন, কিন্তু বৈষয়িক উন্নতির প্রতি তাঁহার কোনই আসক্তি ছিল না। পরে তিনি আলমবাজার মঠে আসেন ও রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের অন্তর্ভুক্ত হইয়া যান।

সাধু অবস্থায় তিনি নানা স্থান পরিভ্রমণ করেন। উত্তরকালে তিনি তাঁহার পরিব্রাজক অবস্থার নানা বৈচিত্র্যপূর্ণ ঘটনা ও অভিজ্ঞতা প্রসঙ্গক্রমে পূজ্যপাদ গ্রন্থকারের নিকট বিভিন্ন সময়ে ব্যক্ত করিয়াছিলেন। উক্ত ঘটনা বা উপাখ্যানগুলি পূজনীয় গ্রন্থকার স্বকীয় দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি দিয়া এই পুস্তিকায় বর্ণনা করিয়াছেন। উপাখ্যানগুলি যেমনই তত্ত্বপূর্ণ তেমনই হৃদয়গ্রাহী। উহা চিন্তা ও ধ্যানের বিষয়, নিছক গল্প মাত্র নহে। অভিনিবেশ সহকারে উহা পাঠ করিলে অনেক নূতন জ্ঞান লাভ করা যায়।

উপাখ্যানগুলির বর্ণনাধারার মধ্যে একটি অব্যক্ত সুরের ধ্বনি লক্ষ্য করা যায়। সেটি দীন মহারাজের প্রতি গ্রন্থকারের প্রগাঢ় ভালবাসা ও শ্রদ্ধার ভাব।

সচরাচর দেখা যায়, যাঁহারা জগতে প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদেরই বিষয় ব্যক্ত করিতে নানা ব্যক্তির উৎসাহ, কিন্তু যাঁহারা লোকচক্ষুর অন্তরালে অভূতপূর্ব কর্ম করিয়া নীরবে জগৎ হইতে বিদায় গ্রহণ করেন তাঁহাদের কথা অতি অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই অবগত থাকেন, তাঁহাদের কথা বলিবার জন্য অল্পসংখ্যক ব্যক্তিই লেখনী ধারণ করেন। কিন্তু সমদৃষ্টিযুক্ত গ্রন্থকার কাহাকেও উপেক্ষা করেন নাই। তাঁহার কাছে উচ্চ নীচ, পণ্ডিত মূর্খের কোন ভেদ নাই, সকলেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার নিকট সমান ভালবাসা ও শ্রদ্ধার পাত্র। সবই মহান ও পবিত্র, তাই তিনি গুপ্ত মহারাজ, গুডউইন, নিশ্চয়ানন্দ, দীন মহারাজ প্রভৃতি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের নীরব কর্মীগণের জীবনালেখ্য শ্রদ্ধা সহকারে অঙ্কন করিয়াছেন।

এই সূত্রে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক অন্যস্থানে উল্লিখিত একটি উক্তি উদ্ধৃত করিতেছি। তিনি বলিয়াছেন, "…এই সকল কর্মীদিগের (উপরোল্লিখিত) প্রত্যেকেরই জীবনী লিখিয়া রাখা আবশ্যক; তাহাতে ভবিষ্যতের কর্মীরা উহাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া উৎসাহিত হইতে পারিবেন, এই বোধেই আমি শ্রীমৎ স্বামী নিশ্চয়ানন্দ সম্বন্ধে যাহা কিছু জানি তাহা লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়াস পাইয়াছি, কিন্তু আমার আন্তরিক ইচ্ছা যে রামকৃষ্ণ মিশনের অন্যান্য কর্মীগণের জীবনী লিখিত হয়। বার্দ্ধক্যের জন্য আমি এ বিষয়ে কিছু করিতে অক্ষম। যদি অপর কেহ এই সকল মহান ব্যক্তিদিগের জীবনী সম্বন্ধে কিছু লিখেন, তাহা হইলে পরম প্রীতিলাভ করিব।"

শ্রদ্ধেয় গ্রন্থকার এই অযোগ্য হস্তে গ্রন্থ সম্পাদনার গুরুভার ন্যস্ত করিয়াছেন। তাঁহাকে কৃতজ্ঞতা ও সশ্রদ্ধ প্রণাম জানাই। সুধী পাঠকবর্গ যেন ত্রুটিবিচ্যুতি মার্জনা করিয়া লন। ইতি—

রাস পূর্ণিমা
১৩ই অগ্রহায়ণ, ১৩৬২।

বিনীত
শ্রীক্ষেত্রমোহন মুখোপাধ্যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

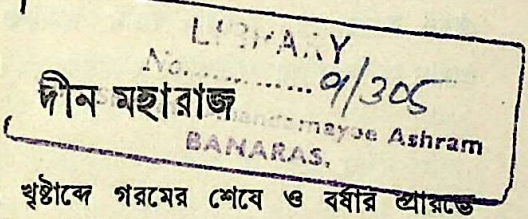

দীন মহারাজ

সম্ভবতঃ ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে গরমের শেষে ও বর্ষার প্রারম্ভে দীন মহারাজ (স্বামী সচ্চিদানন্দ) আলমবাজার মঠে প্রথম আসিলেন। তাঁহার পূর্বনাম শ্রীদীননাথ সেন এবং দেশ ফরিদপুর, কোটালীপাড়া। তিনি জাতিতে বৈদ্য। সাধু হইবার পূর্বে তিনি নানাস্থানে কণ্ট্রাক্টারীর কাজ ও কাঠের ব্যবসা করিতেন এবং উড়িষ্যা দেশে অনেক বাড়ী তৈয়ারী করিয়াছিলেন। বেলুড় মঠ ও কাশীর সেবাশ্রমের অনেক অংশ ইঁহার তত্ত্বাবধানে তৈয়ারী হইয়াছিল। তিনি অত্যন্ত কঠোরী ও ত্যাগী ছিলেন, কাছে একটি পয়সা পর্যন্ত রাখিতেন না; বৃদ্ধ বয়সে তিনি সমস্ত উত্তর ভারত ও উত্তরাখণ্ড বা হিমালয় প্রদেশ পদব্রজে পর্যটন করিয়াছিলেন। তিনি দেখিতে কৃশ ও দীর্ঘাকৃতি এবং কার্যে সর্বদা তৎপর ছিলেন। পূর্বে তিনি কাশীধামে সোনারপুরায় বংশী দত্তের বাটীতে স্বামী অদ্বৈতানন্দ বা গোপালদার কাছে অল্পদিন ছিলেন। সেই সময় যোগেন মহারাজ, তুলসী মহারাজ প্রভৃতির সহিত তাঁহার আলাপ পরিচয় হইয়াছিল এবং তাঁহারা তাঁহাকে নিজের লোক করিয়া লইয়াছিলেন। পরে যখন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি আলমবাজার মঠে আসিলেন, তখন অনেকেই তাঁহাকে চিনিতে পারিলেন এবং আপনার লোক বলিয়া অতি সাদরে গ্রহণ করিলেন। তদবধি তিনি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের একজন প্রধান ব্যক্তি বলিয়া পরিগণিত হইয়াছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
প্রাঙ্গণিকর সরকার

দীন মহারাজের গঙ্গা পরিক্রমা

'সব ছোড়েগা তো সব পায়েগা'

দীন মহারাজ সাধু হইবার প্রথম অবস্থায় এক ব্রত লইয়াছিলেন যে, তিনি গঙ্গোত্রী হইতে কলিকাতা পর্যন্ত পদ-ব্রজে গঙ্গা পরিক্রমা করিবেন এবং রেল বা অন্য কোন যান ব্যবহার করিবেন না, সঙ্গে পয়সা রাখিবেন না বা স্পর্শ করিবেন না, কেবলমাত্র কৌপীন, বহির্বাস, কমণ্ডলু ও কম্বল এইমাত্র রাখিবেন। তাঁহার সঙ্কল্প ছিল যে, গঙ্গার নিকটবর্তী তিন মাইলের ভিতর যদি কোনও লোকালয় পান, তাহা হইলে সেইস্থানে যাইয়া আহার করিবেন, নচেৎ উপবাস করিবেন। আর কোনও গৃহস্থের বাটী গিয়া অভুক্ত আছেন বলিয়া তিনবার জানাইলে যদি সেই গৃহস্থ অন্নের ব্যবস্থা করেন ভাল, নচেৎ অন্যত্র চলিয়া যাইবেন এবং কোন গ্রামে তিন মাইল হইতে পাঁচ মাইল পর্যন্ত তিনি ভিক্ষা করিয়াও অন্ন না পাইলে সেদিন আর আহার করিবেন না।

এইরূপ কঠোর ব্রত লইয়া তিনি গঙ্গা পরিক্রমা করিতে লাগিলেন। বাংলাদেশে যেমন গঙ্গার উপকূলে বহু গ্রাম আছে, পশ্চিম অঞ্চলে গঙ্গা উপকূলে তদ্রূপ গ্রাম নাই। অনেকস্থলে গ্রাম গঙ্গাকূল হইতে বহুদূরে থাকায় দীন মহারাজের সব দিন আহার জুটিত না। তিনি প্রায়ই উপবাস করিয়া থাকিতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিক্রমার নিয়ম হইল যে, ঐ সময় জপ করিতে হয় এবং ঐ সময় কাহারও সহিত কথা কহিতে নাই। ইহা হইল একপ্রকার ব্রত গ্রহণ করা—তপস্যা বা সাধনা। পায়চারী করা বা হাওয়া খাওয়ার উদ্দেশ্য নয়। অতি কঠোর নিয়ম পালন করিয়া চলিতে হয়।

একদিন সকাল হইতে গঙ্গার কিনারা দিয়া নিয়মমত পরিক্রমা করিবার সময় তিনি কোনও লোকালয় পাইলেন না —সন্ধ্যার সময় গঙ্গার ধারে একটা পুরানো প'ড়ো শিবমন্দির পাইলেন। নিকটে লোকালয় না থাকায় সেই ভাঙ্গা মন্দিরে আশ্রয় লইলেন। অন্ধকার রাত্রি, এমন সময় খানিক পরে সেই মন্দিরের উপর অনবরত ইট পাথর পড়িতে লাগিল। যে চোর ডাকাতেরা ইট পাথর ফেলিতেছিল, তাহারা মনে করিয়াছিল যে, এই সাধুটির কাছে টাকাকড়ি কিছু আছে, উহাকে মারপিট করিয়া কাড়িয়া লইব। দীন মহারাজ বুঝিতে পারিয়া মন্দিরের ভিতর হইতে বাহির হইয়া আসিলেন এবং উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন, "ওরে বাবা, আমি বুড়ো সাধু, ইট-পাথর আর মারিস নে! এই নে কম্বল, লোটা, কৌপীন ও কমণ্ডলু। আমি নেংটা হ'য়ে প'ড়ে থাকব।" এই কথা বলিয়া তাঁর কৌপীন ও বহির্বাসটি খুলিয়া নিক্ষেপ করিলেন এবং দিগম্বর হইয়া মন্দির মধ্যে চলিয়া গেলেন। অনতি-বিলম্বে ইট পাথর পড়া বন্ধ হইল। তিনি সারাদিন পদব্রজের জন্য ক্লান্ত, তায় অভুক্ত, এইজন্য ক্ষুধার্ত হইয়া রাত্রিটা চুপ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
9/305

করিয়া মেজেতে শুইয়া রহিলেন। খানিক পরে গোটা কতক লোক মুখে কাপড় জড়াইয়া একটা নূতন কুঁজা করিয়া পানীয় জল ও গরম পুরীতরকারী এবং লাড্ডু আনিয়া সম্মুখে রাখিয়া মাটিতে প্রণাম করিয়া দৌড়াইয়া পলাইয়া গেল। কয়টা লোক ঠিক বুঝিতে পারা গেল না, তবে আন্দাজ গোটা দুই হইবে।

চোরেরা স্থানীয় লোক, এইজন্য কোনও দূর গ্রামের খাবারের দোকান হইতে সাধু সেবার জন্য পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন ভাবে খাবার আনিয়া রাখিয়া যাইল। দীন মহারাজ ক্ষুধার্ত ছিলেন, তাই হাত ধুইয়া খাইতে লাগিলেন এবং মনে মনে ভাবিতে লাগিলেন, "এক হাতে তুমি আমাকে মারিতেছ আবার অন্য হাতে আমাকে খাওয়াইতেছ। একদিকে রুদ্রমূর্তি হ'য়ে চোর ডাকাত সেজে আমাকে পাথর মারিতেছে আবার অপর মূর্তিতে ভক্তরূপে সাধু সেবা করিতেছ। এই কৌপীনের মায়াটাই যত বিঘ্নের মূল। যতক্ষণ কৌপীন ও কম্বল নিজের বলিয়া রাখিয়াছিলাম ততক্ষণ রুদ্রমূর্তি হ'য়ে ছিলে, আবার যখন ওইগুলো ফে'লে দিলাম তখনই তুমি ভক্ত ও সেবক-রূপে গরম খাবার নিয়ে এলে, তোমার দুই রূপই আমি একসঙ্গে দেখলুম।"

দীন মহারাজ এই গল্পটা অতি স্ফূর্তি ক'রে বলিলেন, কিন্তু ইহা হইতে অনেক মর্ম গ্রহণ করিবার আছে এবং ইহার অনেক প্রকার ব্যাখ্যা হইতে পারে। এই আখ্যানটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গভীর চিন্তা করিবার বিষয় এবং জীবনের অনেক বিষয় ইহার মর্মার্থ প্রয়োগ করা যাইতে পারে। নির্ভরতা, বিশ্বাস, জ্ঞান, ত্যাগ, বৈরাগ্য, প্রেম এবং বহুপ্রকার উচ্চভাব ইহাতে পাওয়া যায়। ইহা গভীর চিন্তা করিবার বিষয়—গল্প করিবার নহে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

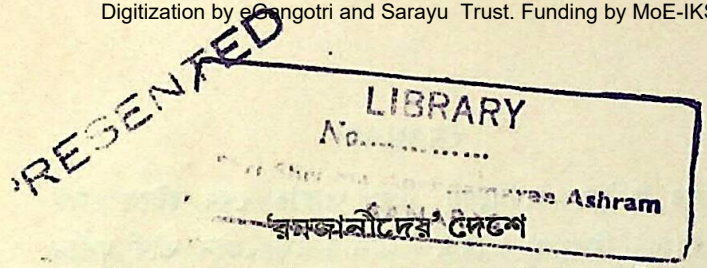

রমজানীদের দেশে

দীন মহারাজ হিমালয় পাহাড় পরিক্রমা করিতেছেন। রমতা সাধু—কোন বিশেষ অভীষ্ট স্থানে যাওয়ার উদ্দেশ্য নয়। মহাকঠোর ত্যাগী, যে দিকে দু'চোখ যায় সেইদিকে যান। একবার একটা পথ লইলেন যেখানে কোন লোকালয় পাইলেন না। প্রায় দেড় দুই দিন কিছুই খাইতে পান নাই। এইরূপ অভুক্ত অবস্থায় চলিতে চলিতে বেলা দশটা এগারটার সময় একস্থানে দেখিলেন, বেশ একটি সুন্দর গ্রাম, অনেক শিবের মন্দির ও সঙ্গতিপন্ন লোকের বসতি। দীন মহারাজ কম্বল ও কমণ্ডলু লইয়া একটি শিব মন্দিরের চাতালে গিয়া বসিলেন। নিতান্ত শ্রান্ত, ক্লান্ত ও অভুক্ত, সেইজন্য কিছুকাল তথায় বিশ্রাম করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পরে একটি প্রৌঢ়া স্ত্রীলোক আসিয়া অতি ভক্তিভাবে পায়ের নিকট প্রণাম করিয়া করজোড়ে বলিল, "মহারাজ! কুছ্ আজ্ঞা হোয়? মেরা কুছ্ সেবা গ্রহণ করিয়ে।" দীন মহারাজ কয়দিন ক্ষুধার্ত ছিলেন, এজন্য কোন বিষয় জিজ্ঞাসা না করিয়া মৌনভাবে ইচ্ছা জ্ঞাপন করিলেন। প্রৌঢ়া স্ত্রীলোকটি একটি ব্রাহ্মণকে দিয়া কিছু আহার্য বস্তু যথা পুরীতরকারী পাক করাইয়া এবং নূতন পাত্র করিয়া জল ব্রাহ্মণ হস্তে আনাইয়া তাঁহার নিকট স্থাপন করিয়া করজোড়ে অতি বিনীতভাবে নিজ সম্মুখে সাধু সেবা করাইতে লাগিল। উহার নিতান্ত শ্রদ্ধা ও ভক্তি দেখিয়া তিনিও

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আহার করিতে লাগিলেন এবং আহার শেষ হইলে সেই স্ত্রীলোকটি জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি কোন তীর্থ দর্শনে যাইবেন? তাহা হইলে তাহাতে যাহা খরচ লাগিবে আমি সমস্ত দিতে ইচ্ছুক।" দীন মহারাজ বলিলেন যে, তিনি পদব্রজে গঙ্গা পরিক্রমা করিবেন বলিয়া সংকল্প করিয়াছেন এবং পয়সা গ্রহণ করিবেন না। স্ত্রীলোকটি পুনরায় কম্বল, কমণ্ডলু বা অন্য কোন দ্রব্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল। তাহাতে তিনি বলিলেন যে তাঁহার কৌপীনও আছে, বহির্বাসও আছে, কমণ্ডলুও আছে, কম্বলও আছে, সুতরাং কোনও বস্তুরই আবশ্যক নাই। এই বলিয়া সেখানে ক্ষণেক বিশ্রাম করিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। পথে আসিতে আসিতে অন্য একটি সাধুর সহিত সাক্ষাৎ হইল। কথাবার্তায় প্রকাশ হইল দীন মহারাজ কোন্ গ্রামে আশ্রয় লইয়াছিলেন। তাহাতে সাধুটি বলিল যে, ওটা রমজানীদের গ্রাম। দীন মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন, "রমজানী! সে আবার কি জাত?" সাধুটি বলিল—"ওরা এক প্রকার জাত। বাড়ীর মেয়েরা গান বাজনা শেখে, উপযুক্ত বয়স হইলে গ্রাম ত্যাগ করিয়া চলিয়া যায় এবং সিমলা পাহাড় হইতে প্রয়াগ পর্যন্ত নর্তকীর ব্যবসা করিয়া অর্থোপার্জন করে। মাত্র অল্প সংখ্যক মেয়েরা দেশে থাকে এবং উহাদের বিবাহাদি হয়। এই নর্তকীরা অভীষ্ট উপায়ে টাকা রোজগার করিয়া শেষে গৃহে ফিরিয়া আসে এবং শিব মন্দির স্থাপন ও সাধু সেবা করিয়া উপার্জিত অর্থ ব্যয় করে।"

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
শ্রীজাগাকর সরকার

দীন মহারাজ বলিলেন, "যখন শুনিলাম যে, উহারা জাতে রমজানী তখন মনটা বড় চঞ্চল হইল, কিন্তু পরে ভাবিয়া দেখিলাম যে মানুষের মধ্যে শ্রদ্ধা, ভক্তি, ঈশ্বরে অনুরাগ সমানই থাকে, বরঞ্চ এই সমস্ত লোকের মধ্যে ভক্তি ও সেবার ভাবটা বেশীই থাকে।"

দীন মহারাজের কঠোর ত্যাগ ও বৈরাগ্যের দৃষ্টান্ত এই উপাখ্যানে পাওয়া যায়। একজন টাকা হাতে গুঁজিয়া দিতে আসিয়াছে, কিন্তু তিনি টাকা বা কম্বল কোন বস্তুই গ্রহণ করিলেন না। ইহাকেই বলে ঈশ্বরে অনুরাগ, ইনিই হলেন বৈরাগ্যবান পুরুষ। ইঁহার চরিত্রের বিশিষ্টতা এই ক্ষুদ্র আখ্যান হইতে পাওয়া যায়। এই সকল বিষয় বিশেষ চিন্তা করিবার বস্তু।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাড়োয়ারী যাত্রীর পাপস্খালনের কাহিনী

দীন মহারাজ একদিন বলিতে লাগিলেন—তিনি রমতা সাধুর ন্যায় একসময় রাজপুতানায় পরিভ্রমণ করিতেছিলেন। কয়েক দিন ধরিয়া হাঁটিতেছেন। যেখানে লোকালয় পান সেইখানে আহার করেন, নতুবা রাত্রে অভুক্ত অবস্থায় থাকেন। কয়েক-দিন পরে একদল যাত্রীর সহিত তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। তাহারা মাড়োয়ারী; গরুর গাড়ী করিয়া যাইতেছিল। মাড়োয়ারী-কর্তা বৃদ্ধ সাধু দেখিয়া অতি ভক্তি প্রকাশ করিতে লাগিল। গরুর গাড়ীর উপরে ছত্রি এবং কাপড় ঢাকা। গাড়ীর ভিতর স্ত্রীপুত্রাদি রহিয়াছে। অতি ভক্তিমান ব্যক্তি, দীন মহারাজের প্রতি বিশেষ শ্রদ্ধা দেখাইতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় গাড়ী একস্থানে থামিলে কর্তা আসিয়া করজোড়ে দীন মহারাজকে জিজ্ঞাসা করিল, "মহারাজ, গাড়ী বন্ধ করি?" দীন মহারাজ আজ্ঞা দিলে সে গাড়ীর গরু খুলিয়া দিল। তাহার পর সে ইঁদারা হইতে জল আনিবার পূর্বে, মাটি খুঁড়িয়া উনুন করিবার, আগুন জ্বালাইবার ও আটা ডলিয়া রুটি সেঁকিবার পূর্বে এবং আহার ও জল পান করিবার পূর্বে দীন মহারাজের অনুমতি চাহিল অর্থাৎ সর্ব কাজ করিবার পূর্বে দীন মহারাজের অনুমতি চাহিতে লাগিল। এইরূপ তিন চারিদিন চলিবার পর আর তাহারা দীন মহারাজকে ছাড়িতে চাহিল না। এমন সময় পথিমধ্যে আর একটি সাধুর সহিত দীন মহারাজের দেখা হইল। তিনি সেই ভক্তযাত্রীর বিষয় তাঁহাকে সব বলিলেন। সাধুটি রাজপুতানায় বহুদিন বাস

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়াছিলেন। তিনি রাজপুতানার সমস্ত হালচাল জানিতেন। কৌতুকছলে দীন মহারাজকে বলিলেন—"তোমার ভক্ত মাড়োয়ারী যখন উনুন জ্বালিবার অনুমতি চাহিবে তখন তাহাকে গাড়ীর ছত্রির উপর আগুন জ্বালাইতে বলিও, তাহা হইলেই সব বুঝিতে পারিবে।" দীন মহারাজ জিজ্ঞাসা করিলেন—"একথা কেন বলিতেছেন?" তাহাতে তিনি বলিলেন, "ওরা জৈন; যে কাজ করিবে তাহাতে কীটপতঙ্গের প্রাণনাশ হইতে পারে, তাই সাধুকে দু'খানা রুটি খাইতে দিয়া সাধুর অনুমতি লইতেছে। তাহা হইলে কীটপতঙ্গের মৃত্যুর পাপ সাধুরই উপর পড়িবে, আর নিজের কোন পাপ হইবে না।" সেই দিবস উনুন জ্বালিবার অনুমতি চাহিলে দীন মহারাজ গম্ভীরভাবে বলিলেন, "গাড়ীর ছত্রির উপর উনুন জ্বাল।" মাড়োয়ারী-কর্তা অবাক হইয়া বলিল, "মহারাজ, এ কেয়া আদেশ? গাড়ী ত জ্বল্ জায়েগা।" দীন মহারাজ বলিলেন, "এই আমার আদেশ। শুনিতে ইচ্ছা হয় শুন, না হয় শুনো না। তোমার দু'খানা রুটির জন্য তোমার গোলামী করিতে পারি না। তুমি শ্রদ্ধা ভক্তি করিয়া আমাকে রুটি দাও। দু'খানা রুটি দিয়া আমার মাথার উপর পাপ চাপাইবার উদ্দেশ্য করিয়াছ। তোমার রুটি খাইব না, উহা অপবিত্র অন্ন।" এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন।

দীন মহারাজের রমতা অবস্থায় এইরূপ অনেক ঘটনা ঘটিয়াছিল। সে সব লিপিবদ্ধ করিয়া রাখার আবশ্যক, কারণ তাহাতে অনেক বিষয় জানিবার আছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দীন মহারাজের রাজপুতানায় পরিভ্রমণ

একবার দীন মহারাজ রাজপুতানায় যাইতেছিলেন, শীত বাড়িবার পূর্বে তিনি রমতা সাধুর ন্যায় এক কৌপীন, বহির্বাস, কম্বল ও কমণ্ডলু লইয়া খালি পায়ে হাঁটিতেছিলেন। একটা গ্রামে উপস্থিত হইলে তথাকার একজন লোক দেখিল যে, এক বৃদ্ধ সাধু নগ্নপদে হাঁটিতেছেন। বালি পাথর কাঁকর ইত্যাদি পথে রহিয়াছে। শীতও আগতপ্রায়। সেই লোকটি অতি আগ্রহ করিয়া তাঁহাকে একজোড়া জুতা পরিধান করিতে অনুনয় করিল। দীন মহারাজ জুতা লইতে অসম্মত হইলেন। কিন্তু সেই লোকটি বিশেষ কাকুতিমিনতি করিতে লাগিল। অবশেষে দীন মহারাজ তাহার প্রদত্ত একজোড়া জুতা লইলেন। কিছুদিন পরে রোদের তেজে পথের কাঁকর বালি তাতিয়া উঠিল এবং জুতা না হইলে রাস্তায় আর পা দেওয়া যায় না। তখন দীন মহারাজ ভাবিতে লাগিলেন, জুতা জোড়া যেন ঠিক সময়ে জুটিয়া গিয়াছিল।

উক্ত ভ্রমণকালে একসময়ে একটি ছোট মেয়ে কতকটা তুলা আনিয়া জেদ ধরিল যে, সে তুলাটা বৃদ্ধ সাধুকে দিবে। তাহাতে তিনি বলিলেন, "উহা কি হইবে? তুমি রাখিয়া দাও।" মেয়েটি আবদার ধরিল, "তোমাকে উহা লইতেই হইবে।" এইরূপ কথাবার্তার পর দীন মহারাজ মেয়েটির জেদ রক্ষা করিবার জন্য তুলা লইলেন। মনে মনে ভাবিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাগিলেন, এই মেয়েটি তূলা ভক্তি করে দিয়েছে, ইহা ফেলিবার নয়, কিন্তু কি কাজে লাগিবে? এইভাবে চিন্তা করিতে করিতে পথে যাইতেছেন, অবশেষে এক গ্রামে পৌঁছাইলেন। তথায় এক বৃদ্ধ বলিল, "মহারাজ, রাজপুতানায় শীতকালে বড় ঠাণ্ডা হয়। আপনার গায়ে ত কিছু নাই, মাত্র একটি কম্বল। ভাল হয়েছে, ঐ তূলা আমায় দিন, আমি একটা তূলাভরা জামা ক'রে দিই। তাহ'লে ঠাণ্ডাতে ততটা কষ্ট হ'বে না।" দীন মহারাজ বলিলেন "সে ত ভাল কথা।" তখন সে তূলার একটি রুইদার পিরাণ করিয়া দিল।

দীন মহারাজ বলিতেন, "আরে ভাই, রমতা অবস্থায় ঘুরিয়া বেড়াইতাম, নিরাশ্রয়, কারও কাছে কিছু চাহিব না, কিন্তু শরীরটা তো আর বোঝে না। শরীর রাখতে হ'লে অনেক কিছুরই দরকার—তা না হ'লে থাকে না। ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া নিঃসম্বল হ'য়ে বেড়াতাম, কিন্তু এমনি আশ্চর্য যখন যেটা আবশ্যক হ'ত, পূর্ব হইতেই ভগবান যেন সেটা জুটিয়ে দিত। মেয়েটি জেদ ক'রে ঐ তূলোটা না দিলে বোধহয় শীতে আমাকে বিশেষ কষ্ট পেতে হ'ত। নিঃসঙ্গ হ'য়ে ভগবানের উপর নির্ভর করে বেড়াইলে আবশ্যকীয় বস্তুর জন্য কখনও অভাব বোধ করিতে হয় না। আর একজন তা'র জন্য সর্বদা সশঙ্কিত হইয়া চিন্তা ক'রে এবং সব বস্তু জোগাইয়া দেয়।" এইসব বলিতে বলিতে দীন মহারাজের চক্ষু জলে ভরিয়া উঠিল। ঠিক যেন পূর্বকার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রমতা অবস্থায় ফিরিয়া আসিলেন। ইহাকেই বলে নিঃসঙ্গ ভাব।

দীন মহারাজের এই উপাখ্যানটি নির্ভরতার একটি উদাহরণ এবং নিঃসঙ্গ হইয়া চলিলে যে, কোনও অভাব বোধ করিতে হয় না ইহা তাহারই একটা দৃষ্টান্ত।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
শ্রীউমাশঙ্কর সরকার

কাশীধাম পরিক্রমা

এক সময়ে স্বামী অভেদানন্দ, নির্মলানন্দ এবং দীন মহারাজ পদব্রজে কাশীধাম পরিক্রমা করিতেছেন। ঐ সময় জপ করিতে করিতে যাওয়ার নিয়ম। গরম কাল—বেলা হইয়াছে। একজন একখানা দৈ-এর ভাঁড় লইয়া আসিয়া বলিল, "মহারাজ, বেলা হইয়াছে, গরম বাড়িতেছে। আমি দৈ নিয়ে এসেছি—আপনারা ইহা নিন।" তিনজনে কমণ্ডলু ভর্তি করিয়া দৈ লইলেন—মনে মনে ভাবিলেন, কোথাও মধ্যাহ্নে বিশ্রামের সময় উহা ঘোল করিয়া পান করা যাইবে, আহারের ত আর কোন বন্দোবস্ত নাই।

পথ চলিতে চলিতে তিনজন আগু পিছু হইয়া গিয়াছেন। দুইজন আগে, দীন মহারাজ পিছনে রহিয়াছেন। পূর্বগামী যাত্রীদের একজন বলিল, "বুড়ো শালা গেল কোথা? শালা কি মরে গেল? চল, শালাকে খুঁজে আসি।" একজন ফিরে এসে দেখলে যে দীন মহারাজ কমণ্ডলু হাতে দাঁড়িয়ে আছেন,—নিশ্চল! নির্বাক! নিস্পন্দ! বহু ডাকা ডাকিতে জ্ঞান হইলে পুনঃ চলিতে লাগিলেন। এই কথায় আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তখন আপনার মনটা কি রকম ছিল?" দীন মহারাজ বল্লেন, "আরে ভাই, সমাধি যে কি জিনিস তাই জীবনে দু'একবার দেখেছি। কি দেখলাম জান? সমস্ত জগতের বাঁধনটা খুলে গেল, জগতটা যেন সব

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুঁড়িয়ে ধুলোর মত হ'য়ে গেল। কতকগুলো যেন ধুলোর গুঁড়ো চারিদিকে উড়তে লাগল। আমার দেহটা যেন ধুলোর গুঁড়ো হ'য়ে গেল। তারপর ওই গুঁড়োগুলো যেন কোথায় চ'লে গেল, পরে দেখলাম কূল কিনারা নাই। অসীম, অনন্ত বস্তু। আমার মন নেই, শরীরও নেই, আকাঙ্ক্ষাও নেই, চিন্তাও নেই, আলোও নেই, অন্ধকারও নেই। নূতন একরকমের জিনিস, যেটা বলা যায় না তাই দেখলুম। আমি যেন দেহহীন, মনহীন, চিন্তাহীন একটা সত্ত্বা মাত্র। সে যে কি জিনিস তা' ভাষা দিয়া বলবার নয়। এইরূপ কতক্ষণ ছিলাম তা' জানি না। তারপর ডাকাডাকিতে আমি যেন ঐ অবস্থা থেকে নেমে এলাম, যেন পুনরায় মন, চিন্তা, দেহ সব ফি'রে এল। পরে ধীরে ধীরে চলতে লাগলাম। কিন্তু মাথার ভিতর তা'র জের চলতে লাগল। ভাবলাম, আবার যদি সেই জিনিস পাই।"

ইহাকেই সমাধি বলে। দার্শনিক ভাষায় এই অবস্থা বর্ণনা করিতে হইলে অতি জটিল তর্কযুক্তির অবতারণা করিতে হয়। কিন্তু দীন মহারাজ অতি সরল ভাষায় স্বীয় অভিজ্ঞতা বর্ণনা করিয়াছিলেন। 'নাহি দিবা, নাহি রাত্র— নিস্পন্দ সৃজন।'

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মিঠুইয়ের কথা

একদিন দীন মহারাজ বলিতে লাগিলেন, "আরে ভাই, মাঠাকরুণের দেশে গিয়েছি, সেখানকার লোকেরা মাঠাকরুণকে ধরেছে যে, তাদের খাওয়াতে হবে। বেলা হয়েছে, আমি নাইতে যাব। মাঠাকরুণ আমাকে ডাকিয়া বলিলেন, "দীনু, এখানকার লোকেরা খেতে চায়, তুমি একদিন উহাদের খাইয়ে দাও।" আমার হাতে তখন দশটি মাত্র টাকা ছিল। আমি স্থির করলাম যে, যখন মাঠাকরুণ আদেশ করেছেন তখন ধার ক'রে খাইয়ে দেব। পরে Telegraph money order (টেলিগ্রাফ্ মনি অর্ডার্) মারফৎ টাকা আনিয়ে নেব। এইরূপ স্থির ক'রে আমি বললুম, 'কারা খাবে বলুন? আমি সব বন্দোবস্ত ক'রে দিচ্ছি।' তারপর জনকয়েক লোক এল। তা'রা বললে 'মিঠুই খাব।' আমি মনে ভাবলাম, সে আবার কি ব্যাপার! সে কি রকমের জিনিস! তা'রা ত মিঠুইয়ের খুব সুখ্যাতি আর কতই না তারিফ করিতে লাগিল। আমি জিজ্ঞাসা করলুম, 'মিঠুই কোথায় পাওয়া যায়?' তা'রা আমায় সঙ্গে ক'রে এক দোকানে নিয়ে গেল এবং পথে যাবার সময় সকলে আস্ফালন করতে লাগল, কেউ দেড় সের, কেউ দু'সের, আবার কেউ বা তার চেয়ে বেশী খাবে। আমি ত মনে করলুম, এ ত অনেক টাকার ফ্যাসাদ। যাহা হউক, পরে মিটিয়ে দেব। তারপর সকলে মিলে দোকানঘরে যাওয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গেল। দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করলাম, "হ্যাঁগা, তোমার দোকানে মিঠুই আছে?" সঙ্গে অত লোক দেখে দোকানদারের ত মহা ফুর্তি, সে আহ্লাদ করে বললে, "মশাই, সব দোকানের চেয়ে এখানকার মিঠুই ভাল হয়। এ তল্লাটে এমন কেউ করতে পারে না।" আমি জিজ্ঞাসা করলুম, "কত করে সের পড়বে?" দোকানদার বললে, "অন্য দোকানে খারাপ জিনিস, তাই /১০ পয়সা সের আর আমার দোকানে ভাল জিনিষ তাই ৵০ আনা সের পড়বে, এর কম হ'বে না।" অগত্যা আমি সম্মত হইলাম। লোকেদের বললুম, "তোমরা ক'জন খাবে এবং কত পরিমাণে খাবে, দোকানদারকে সব বলে দাও।" তা'রা পরস্পর কথা বলতে লাগল। আমি তখন পুকুরে স্নান করতে গেলাম। পুকুরে স্নান ক'রে জপধ্যান ক'রে ফিরে আসছি—রাস্তা সেই দোকানের কাছ দিয়ে। দোকানদারকে জিজ্ঞাসা করলাম—"মিঠুই কতদূর গা?" দোকানদার ফুর্ত্তি ক'রে আমায় বল্লে, "ঐ শুনতে পাচ্ছেন না? ঢেঁকির আওয়াজ হচ্ছে। আপনি বাড়ী গিয়ে আহার ক'রে আসুন, এর মধ্যে সব তৈরী হ'য়ে যাবে।" তদনুযায়ী আমি বাড়ী গিয়ে আহার ক'রে এবং একটু বিশ্রাম ক'রে দোকানে এলুম। তখন দেখি খাইবার লোক সকলেই দোকানে আসিয়াছে। আমি গিয়ে দোকানে বসলুম তখন মিঠুই ভাজা সুরু হয়েছে। মিঠুইটা হচ্ছে চালের গুঁড়ি গুড় দিয়ে মেখে একটা পয়সা বা ডবল পয়সার (আগেকার পয়সা বা ডবল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পয়সা) মত গোল গোল চাকতি ক'রে সেই চাকতিগুলো তেলে ভাজা হয়। এ হ'ল ওদেশের এক উপাদেয় খাদ্য। আমি ত কখনও এ জিনিস চোখে দেখিনি। আমি ত অবাক হ'য়ে দেখতে লাগলাম। তারপর দোকানদার দোকানঘরে পাত পেতে দিলে লোকেরা হাঁটু দুটো উঁচু ক'রে বসে গেল আর মিঠুই খেতে সুরু ক'রে দিল। সে কি আহ্লাদ, গরম গরম মিঠুই ভাজা খাচ্ছে। একবার করে মিঠুই মুখে দেয় আর একবার করে শোঁ শোঁ করে মুখে আওয়াজ করে। মুখে যে, খাওয়ার সময় হাওয়া নিয়ে খাওয়া এটা রীতিমত সাক্‌রেতি ক'রে শিখতে হয়। কিছু কাল না অভ্যাস করলে এ বিদ্যাটা শেখা যায় না। আরে ভাই, বল কি এক একজন সেই মিঠুই দেড় সের, দুই সের এমন কি, আড়াই সের পর্যন্ত খেয়ে ফেল্লে। আমি দেখে অবাক হ'য়ে বসে রইলুম। যাহা হউক তা'রা যে, খেয়ে সন্তুষ্ট হয়েছিল এই যথেষ্ট আর আমারও ভাগ্যক্রমে মিঠুই বাবাজীর দর্শন মিলিল। পূর্বে কখনও ইহার নামও শুনি নাই। এদেশে "জিবিলী" (জিলাপী) হ'ল অতি বড় মানুষী খাওয়া। যে দেশে মিঠুইটা হচ্ছে প্রিয় খাদ্য সে দেশে জিবিলী যে, বড়মানুষী খাদ্য তাহা বেশ বোঝা যায়।"

দীন মহারাজের এই মিঠুইএর গল্প শুনে আমরা ত খুব হাসতে লাগলুম, বললুম, "দীনদা, তোমার ত দাঁত নেই, ফোকলা মুখ, তোমার ফোকলা মুখে খানকতক মিঠুই পুরে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চেপে ধরলে কি রকম হয়?" দীন মহারাজ হাসতে হাসতে বললেন "আরে ভাই, সেইটা একটা অদ্ভুত জীব। অপর জায়গার লোক কিছুই বুঝতে পারবে না।" এই কথায় আমরা বেশ খানিকক্ষণ হাসিতে লাগলাম।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভলোয়ারের কথা

দীন মহারাজ একদিন বলিতে লাগিলেন, "'Mutiny'র (সিপাহী বিদ্রোহের) লড়াই প্রায় শেষ হয়েছে, নাগপুর দেশটা ইংরাজেরা সবে দখল করেছে, আমি সেই সময় সম্বলপুর দিয়ে নাগপুরের জঙ্গলে কাঠের ব্যবসা করতে যাই। জঙ্গলটা নাগপুর সহর থেকে তিন চার দিনের পথ। আমি ও আর একজন লোক জঙ্গলের ভিতর একটা ঘর বেঁধে কাঠের কারবার সুরু করলুম। সঙ্গে নগদ টাকা থাকত, ভয় হ'ল কে কখন এসে মেরেধরে টাকা নিয়ে যাবে। এইজন্য স্থির করলুম, একটা দরওয়ান রাখা যাক। নাগপুর সহরে যে, আমাদের গোলাদার ছিল তাকে একটা দরওয়ান জোগাড় ক'রে পাঠিয়ে দিতে বললাম। এইরূপে দিনকতক গেল। একদিন সকালবেলা ঘুম থেকে উঠেছি, এক রাজপুত্তুর সুমুখে এসে দাঁড়িয়ে প্রণাম করিল। জঙ্গলের ভিতর সহসা এক রাজপুত্তুরকে দেখে আমি ত আশ্চর্য হ'য়ে গেলাম এবং তাকে অতি সম্মান ক'রে কথা কইতে লাগলুম। লোকটি দেখতে যেমনি সুশ্রী, তেমনি লম্বা চওড়া আর হাত-পা বেশ বলিষ্ঠ। এবং তাহার কথাবার্তাও তেমনি সৌজন্যপূর্ণ। মনে মনে করলুম এ ব্যক্তির আমি ত চাকর হবারও উপযুক্ত নই। আমি সামান্য একজন কাঠের ব্যবসায়ী। লোকটি অতি বিনীতভাবে বললে, 'আপনি দরওয়ানের জন্য একজন খটীদারকে বলিয়া-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ছিলেন। তিনি আমায় পাঠিয়ে দিয়েছেন। আমি আপনার দরওয়ান হইব।' আমি ত বিস্মিত হ'য়ে রইলাম। সকাল বেলা এ কি বিপত্তি ঘটল। আমি তা'কে সরাবার জন্য নানারকম অছিলা করিতে লাগিলাম। যথা মাইনে অল্প, নানারকম কাজ করতে হবে ইত্যাদি ইত্যাদি। লোকটি প্রত্যেকটি কথায় সম্মত হইয়া মানিয়া লইতে লাগিল। অবশেষে নাচার হইয়া তা'কে কাজে লাগাইতে বাধ্য হইলাম। লোকটি কুঁড়ে ঘরটা একবার সমস্ত দেখে নিলে। তখনি একটা ঝাড়ু দিয়ে সমস্ত ঘরটা ঝাড়ু দিলে। ঘরের জিনিস পত্র, কাপড় চোপড় ইত্যাদি সুন্দর ক'রে গুছিয়ে দিয়ে কলসী ক'রে জল নিয়ে এল। হুঁকোর জল ফিরিয়ে তামাক সেজে আমায় খাইতে দিল। সে এক বড়মানুষী আদব কায়দা। আমি ত দেখে আরও ভয় পেয়ে গেলুম। এ লোক ত সাধারণ দরওয়ান নয়। কোন একটা ব্যাপার নিশ্চয়ই আছে। তারপর কোন কথা তাকে একবার বললে তখনি সে সেই কার্য অতি সুন্দররূপে করে। আমরা একদিকে যেমন জঙ্গলের ভিতর রাজার হালে রইলুম অন্যদিকে আবার বুক দুরদুর্ করতে লাগল, কখন কি বিপদ ঘটে। লোকটির কি আদব কায়দা, কি কার্যতৎপরতা। সকল কাজ দু'মিনিটের ভিতর সমাধা ক'রে ফেলে। তবে তাকে দেখতুম যে, কাজ শেষ হলে নির্জনে একলা বসে অতি বিষণ্ণভাবে কি চিন্তা করে। আমরা তখন তার কাছে যেতে সাহস করতাম না এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্বদাই সশঙ্কিত হয়ে তাকে 'আপনি', 'মহাশয়' এইরূপ সম্বোধন করতাম। যাহা হউক এইরূপে প্রায় মাসখানেক কাটিয়া গেল।

একদিন সন্ধ্যার পর আমাদের খাওয়া দাওয়া শেষ হয়েছে, প্রদীপ জ্বলছে, বসে আছি, এমন সময় সেই লোকটি অন্য মূর্তি হ'য়ে মুখ গম্ভীর ক'রে ঘরের ভিতর ঢুকল। তার সেইরূপ গম্ভীর চেহারা দেখে আমরা ভয় পেয়ে গেলুম। হয়ত আমাদের মারধর করবে, নয়ত কেটে ফেলবে। তখন সে স্থির ও গম্ভীরভাবে বলিতে লাগিল, "দেখুন, আপনাদের এখানে আমি কয়েকদিন বেশ সুখে কাটাইয়াছি। আপনারা বিশেষ যত্ন করেছেন, এইজন্য আপনাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু পুলিস খবর পেয়েছে। দুই একদিনের ভিতরই এখানে আসবে। আজ রাত্রেই আমি চলে যাব। এই জঙ্গলের ভিতর লুকিয়ে থাকার আর বিশেষ সুবিধা হল না। যাবার আগে আপনাদের একটা খেলা দেখিয়ে যাব।" সে একটা পাতলা রেশমের সূতো ও একটা সূঁচ যোগাড় ক'রে আনল। রেশমের সূতোর একটা ডগায় সে সূঁচটা পরাল এবং সূঁচটা একটা সুপারীর গায়ে বিঁধলে। আর রেশমী সূতোর অপর ডগাটা ঘরের চালের আড়কাটার সঙ্গে বেঁধে দিলে। সুপারীটা শূন্যে ঝুলতে লাগল। তখন সে আমাদের বলিল, "আপনারা সরে যান, ঘর থেকে বাইরে এসে খেলা দেখুন।" সর্বদাই দেখিতাম তার কোমরে কাপড় জড়ান কি একটা জিনিস রহিয়াছে। তখন সে কোমরের কাপড়টা খুলে ফেললে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

খুলে ফেলতে চার হাত লম্বা একখানা তলোয়ার বেরুল। একটা চামড়ার খাপের ভিতর সেটা পোরা। তলোয়ারের মুঠ হাতে নিয়ে বারকয়েক ঝাঁকানি দিলে, অমনি সে'খানা সিধে হয়ে গেল, বেঁকান ভাব আর রইল না। তখন সে তলোয়ার খেলতে লাগল। তলোয়ার কিছুই দেখতে পেলুম না। কেবলমাত্র একটা চকচকে আলো দেখতে পেলুম। আমরা নিবিষ্ট হইয়া সেই খেলা দেখিতে লাগিলাম। খানিকক্ষণ খেলার পর হঠাৎ বললে, "বস্ হো গিয়া" এই বলে তলোয়ারখানা বন্ধ করলে। আমরা গিয়ে দেখি, রেশমের সূতো একটুও দোলেনি, সুপারীও দোলেনি, কিন্তু সুপারীটা ঠিক আধখানা কাটা হয়ে গেছে। আমরা ত দেখে অবাক হ'য়ে গেলুম। এরূপ তলোয়ার খেলা কখনও দেখি নাই। তখন সে আত্মপরিচয় দিতে লাগিল। সে বলিল যে, সে নানা সাহেবের একজন শরীররক্ষক। অনেকেই সদলবলে নেপাল চলিয়া গিয়াছে আবার অনেকে মরিয়া গিয়াছে। সেই একমাত্র অবশিষ্ট রহিয়াছে। সেও নেপালে চলিয়া যাইত তবে তা'র এক বিষম বিপদ রহিয়াছে। তা'র একটি রক্ষিতা স্ত্রীলোক আছে। তা'র খাইবার কোন সংস্থান নাই এবং ত্রিসংসারে কেহ নাই। এজন্য তা'কে ত্যাগ করিয়া যাইতে পারিতেছে না। এই স্ত্রীলোকটিই তাহার প্রতিবন্ধক। তাহার পর বলিল, 'যতক্ষণ তলোয়ার হাতে থাকিবে ততক্ষণ কেহ গাত্র স্পর্শ করিতে পারিবে না।' তারপর সে তলোয়ারখানা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখাইতে লাগিল। চক্‌চকে রূপোর মত একখানা ইস্পাতের ফলা বা পাত। তাহার উপরের দিকে একটি সরু সুতোর মত নালী বা নলী আছে। তলোয়ারের ডগাতে একটি ফাঁপা জায়গায় একটি কৌটার মতন আছে এবং হাতের মুঠোর কাছে আর একটি ফাঁপা জায়গায় কৌটার মত আছে। এই মুঠোর কৌটার ভিতর একটু পারা আছে। যখন মুঠোটা ধরে ঝাক্‌ড়ানি দেয় তখন সরু নালীর ভিতর দিয়ে পারাটা গিয়ে ডগার ফাঁপা জায়গাতে পৌঁছায়। ডগাটা ভারী হওয়ায় তলোয়ারখানা শক্ত ও সিধে হইয়া থাকে এবং তলোয়ারখানার ডগাটা উঁচু করে খানিকক্ষণ কাঁপালেই পারাটা হাতের কাছে চলে আসে তখন তলোয়ারখানা দু'তিন প্যাঁচ ঘুরিয়ে কোমরে রাখা যায়।

আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তলোয়ারখানার দাম কত?" লোকটি বলিল, "এর দাম ত কিছু লেখা নেই।" অনুমান এক লাখ, দেড় লাখ হইতে পারে।' আমি অবাক হয়ে গেলাম। তখন সেই লোকটি বলিতে লাগিল, "পেশোয়াদের অনেক পরিবার আছে, তা'রা শুধু তলোয়ারের মিস্ত্রী, সরকার থেকে খাওয়া দাওয়া ও মাইনে পায়। শুভ দিন দেখিয়া দশ মণ লোহা একটা ঘিয়ের চৌবাচ্চাতে ডুবিয়ে দেয়, কিছুদিন এইরকম রাখিয়া শুভ দিনে সেই লোহার চাবড়াটা ঘুটের আগুনে পোড়ায়। তাহার পর লাল লোহাটা নেয়াইয়ের উপর রাখিয়া হাতুড়ী দিয়া পিটে। তারপর আবার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিন দিন ঘিয়ে চুবিয়ে রাখবে। বর্ষাকালে কাজ হয় না, তাহা হইলে ইস্পাত কড়া হইয়া যাইবে। শীতকালে সকাল বেলা এই লোহা ঘুঁটের আগুনে পুড়িয়ে হাতুড়ী দিয়ে পিটবে। যে'দিন মেঘলা হ'বে সে'দিন আর কাজ হ'বে না। এইরূপ বছরে আড়াই তিন মাস কাজ হ'বে এবং মাঝে মাঝে চৌবাচ্চার ঘি বদলে দিতে হয়। এইরূপ দশ মণ লোহা হইতে রূপোর মতন চক্‌চকে দুই আড়াই সের ইস্পাত হয়। অর্থাৎ যে ব্যক্তি লোহা প্রথম সুরু করিবে তাহার পৌত্র তলোয়ার গরম করিবে। মিস্ত্রী তিন পুরুষ ধরিয়া কাজ করিলে তবে একখানা তলোয়ার হইবে। এমন অনেক মিস্ত্রী তলোয়ার তৈয়ারী ক'রে থাকে। মিস্ত্রীর তিন পুরুষের খরচা ও ঘিয়ের দাম ধরে নিন্ তাহলে এক লাখ্ টাকা হইবে।"

দীন মহারাজ আমাকে বলিতে লাগিলেন "এমন তলোয়ার যে কেমন হয় তাহা কখন স্বপ্নেও ভাবিনি। এক আশ্চর্য জিনিস দেখলুম এবং সে যে সকল কথা বলিল তাহা অনেকটা বিশ্বাস করবার যোগ্য। সে নিরর্থক মিথ্যা কথা বলে নাই। যাহা হউক এই পর্যন্ত আমি শুনিয়াছি, তবে ঠিক কি ব্যাপার আমি জানি না।" এই বলিয়া দীন মহারাজ ক্ষান্ত হইলেন।

আমি রামদাস সেনের এক গ্রন্থে এইরূপ অনেক বর্ণনায় তলোয়ারের বিষয় পড়িয়াছি। তিনি অনেক প্রাচীন গ্রন্থ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে তলোয়ারের অনেক উপাখ্যান উদ্ধৃত করিয়াছিলেন, কিন্তু নির্মাণ বিষয়ে কিছু উল্লেখ করেন নাই। অতি প্রাচীন-কাল হইতে ভারতবর্ষে যে, এই শিল্প ছিল তাহা এখন বেশ বুঝা যাইতেছে! সম্ভবতঃ রামদাস সেনের বইয়ের নাম "ভারত রহস্য।" এখন আমার ঠিক সেই নামটা স্মরণ নাই। অশ্বলায়ণ, সাংখ্যায়ণ, পারস্পর, খাদীর ও গোভিল ইত্যাদির প্রণীত গৃহ্যসূত্রে তাম্র ক্ষুরের উল্লেখ আছে।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্বলপুর জঙ্গলে ঘোগের মুখে বাঘের মৃত্যু

একদিন দীন মহারাজ বলিতে লাগিলেন যে, তিনি যখন সম্বলপুরের জঙ্গলে কাঠের ব্যবসা করিতেন, তখন জঙ্গলের কাছে অর্থাৎ কয়েক মাইল দূরে একটা গ্রামে তিনি থাকিতেন। একদিন জঙ্গলের সাঁওতালরা খবর নিয়ে এল যে ঘোগ বেরিয়েছে। এইজন্য তা'রা বড় ত্রস্ত হ'য়ে রইল। সন্ধ্যা হলেই সকলে ঘরের আগড় বা ঝাঁপ বন্ধ করে রইল। সে একটা বড় ভয়ের ব্যাপার, সকলেই ত্রস্ত হ'য়ে উঠল। দীন মহারাজ ঘোগ কি ব্যাপার তা' জানিতেন না, কিন্তু লোকের ভয় দেখে তিনিও ঘরের ঝাঁপ বন্ধ ক'রে রইলেন। তার দু'এক দিন পরে জঙ্গলের সাঁওতালরা এসে সব বলতে লাগ্‌ল—ঘোগ হচ্ছে সরু মুখওয়ালা একপ্রকার জংলী কুকুর। তারা এক দলেতে ১৫০।২০০ থাকে। খুব গভীর জঙ্গলে তারা বাস করে। ঘোগ যখন এক জঙ্গলে হ'তে অপর জঙ্গলে যায়, জঙ্গলের বাঘ ভয় পেয়ে নানা দিকে ছুটে পালায় এবং কখন কখন গ্রামের নিকটে এসে প্রাণ রক্ষার চেষ্টা করে। ঘোগেরা গন্ধ পেয়ে বাঘকে তাড়া করে। তখন বাঘ নিচু জমি ছেড়ে নিকটে কোন পাহাড় পেলে তার উপর উঠে লুকায়। ঠক্ ঠক্ করে কাঁপতে থাকে আর লেজটা গুটিয়ে ফেলে ভেবাচেকা খেয়ে থাকে। দীন মহারাজ বলিতে লাগিলেন যে সাঁওতালরা বা জঙ্গলের লোকেরা এই সময় তামাসা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেখতে যায়। তা'রা দূরে গাছের উপর লুকিয়ে থাকে আর বাঘেতে ঘোগেতে লড়াই দেখে। ঘোগেরা সমস্ত পাহাড়টাকে ঘিরে ফেলে। হাত কয়েক অন্তর এক একটা দাঁড়িয়ে পড়ে আর পাহাড়ের দিকে মুখ করে থাকে। ঠিক যেন পল্টনের সিপাই পাহাড়ের কেল্লা অবরোধ করেছে। কেবলমাত্র একদিকে একটা ফাঁক রেখে দেয় অর্থাৎ খালি জায়গা যেখান দিয়ে বাঘ পালিয়ে যেতে পারবে। আর সেই খালি দরজাটার দূরে দূরে ঘোগ দাঁড়িয়ে থাকে। এইরূপ পাহাড়টাকে ঘেরোয়া করে নানা দিক থেকে এক একটা ঘোগ পাহাড়ে উঠবার চেষ্টা করে। ঘোগকে দেখলেই বাঘটা বোকা হাবা হয়ে গিয়ে এদিক ওদিক ছুটাছুটি করে। পালাবার চেষ্টা করে, কিন্তু যে দিকে যায় দেখে সেইদিকেই ঘোগ দাঁড়িয়ে আছে। পালিয়ে আবার ফিরে আসে। এইরূপে ছুটোছুটি করে অবশেষে ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে পালাবার চেষ্টা করে। যেমনি ফাঁকা জায়গাটা দিয়ে পালাতে যাবে অমনি ঘোগেরা একটা চীৎকার করে। আর সমস্ত ঘোগেরা অন্য জায়গা ছেড়ে দিয়ে সেই জায়গাটায় এসে বাঘটাকে ঘিরে ফেলে। বাঘটা নিস্তেজ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলে ঘোগেরা বাঘটাকে টুকরো টুকরো করে খেয়ে ফেলে, শুধু মাটিতে রক্ত ও হাড়গুলো পড়ে থাকে। বাঘটাকে মেরে ঘোগেরা আবার নিবিড় জঙ্গলে চলে যায়।

আমি হাসতে হাসতে বল্‌লাম, 'ও দীনদা, লোকে যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলে বাঘের ঘরে ঘোগের বাসা, এ তাই কি?' দীন মহারাজ বললেন "এ ঠিক তাই।" তিনি পুনরায় বলিতে লাগিলেন, "আমি সাঁওতালদের বললুম যে যদি একটা ঘোগের বাচ্চা পাও ত আমাকে এনে দিও, আমি পুষব। তাহারা কয়েক মাস চেষ্টা করে একটা এনেছিল। আমি সেটাকে দুধ ভাত খাইয়ে রাখলুম। কিন্তু কিছুদিন পরে সেটা মরে গেল। এই ঘোগ সম্বলপুরের জঙ্গল হয়ে ছোটনাগপুরের জঙ্গল দিয়ে কখন কখন উড়িষ্যার জঙ্গলে যায়।" ঘোগের কথা বলতে দীন মহারাজের যুবককালের সব স্মৃতি মনে পড়িতে লাগিল এবং হাত ও মাথা নেড়ে খুব স্ফূর্তি করে তাহা বলিতে লাগিলেন। ভাষার চেয়ে হাত মুখ নাড়িয়া বেশী ভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সেইসঙ্গে দীন মহারাজ আর একটি গল্প বলিলেন। সম্বলপুর বা নাগপুর, ঐ অঞ্চলের জঙ্গলে তখন তিনি কাঠের ব্যবসা করিতেন সেই সময়ে একটা ঘোড়া করে জঙ্গল দেখতে গিয়েছিলেন। অনেকদূর থেকে ফিরে আসছেন, এদিকে সন্ধ্যা হয়ে গেছে। জঙ্গলের রাস্তায় তিনি একা ঘোড়ায় চড়ে আসছেন। বাসা তখনও অনেক মাইল দূরে, এমন সময় একটা বাঘ তাড়া দিল। ঘোড়াটা চঞ্চল হয়ে উঠল, অবশেষে সওয়ারকে পিঠ থেকে ফেলে দিয়ে ছুটে নিজের আস্তাবলে গিয়ে পৌঁছাল। বাসার লোকেরা দেখিল যে, ঘোড়া ফিরে এসেছে কিন্তু সওয়ারী নেই। অন্ধকার রাত্রি, কি করবে;

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
প্রতিমা শিকদার সরকার

তার পরদিন সকালে খুঁজতে বেরুল। দেখে, পথের ধারে তিনি অজ্ঞান হয়ে পড়ে আছেন। ঘোড়াটা যখন ছুটে যাচ্ছিল তখন তিনি একটা গাছের ডালে ধাক্কা খেয়ে পড়ে যান এবং ঘোড়াটা চলে যায়। বাঘটা অন্যদিকে চলে যাওয়ায় সওয়ারীর কিছু হয় নাই। সকলে তাঁকে বাসায় নিয়ে আসে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নবাবী পান ও তামাক খাওয়া

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে দীন মহারাজ সাধু হইবার আগে কন্‌ট্রাক্টারী কাজ করিতেন। পূর্ণ চন্দ্র সরকার ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, দীন মহারাজ তাঁ'র কন্‌ট্রাক্টার রূপে কাজ করিতেন এবং ইটেলীতে তাঁর বাড়ীতে দশ বার বছর ছিলেন। দুজনের বড় মেলামেশা ছিল। শ্রীধীরানন্দর (শ্রীশ ঘোষ) বাবা ও ব্রজলাল পালিত প্রভৃতির সহিত দীন মহারাজ সমবয়স্ক হওয়ায় ইটালীতে (কলিকাতার Entally অঞ্চলে) থাকার সময় পরস্পর বড় মিল ছিল। ব্রজলাল পালিত গর্ভমেণ্ট প্লিডার এবং বড় উকিল ছিলেন।

দীন মহারাজ খুব হাসতে হাসতে আমায় বলিতে লাগিলেন, "ওহে ভাই, শুন। নবাবী পান খাওয়ার কি দুর্গতি। একবার আমার খুব উত্তম মধ্যম শিক্ষা হয়েছিল। একদিন রবিবার সকালে ব্রজলাল পালিতের বাড়ী বসে আছি, মেটেবুরুজের নবাব ওয়াজিদ্ আলিসার বাড়ী থেকে এক উচ্চপদস্থ নবাব একখানা গাড়ী করে এলেন। পিছনে আর একখানা গাড়ীতে তাঁহার এক ভৃত্য। নবাব সাহেব আসিতেই ব্রজলাল পালিত তাঁহাকে একখানা চেয়ারে বসাইলেন এবং নিজেও একখানা চেয়ারে বসিলেন। নবাব সাহেব কি কাগজ-পত্র আনিয়াছিলেন তাহা লাল বাবু (ব্রজলাল বাবু) কে দেখাইতে লাগিলেন এবং ওকালতির কি সব পরামর্শ চলিতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লাগিল। আমরা নবাব সাহেবকে দেখবার জন্য দূরে চারিদিকে দাঁড়াইয়া রহিলাম। নবাবের চাকর একটা ছোট মেটে উনুন বাহির করিল ও থলে থেকে দুটি কয়লা তাহাতে দিল। একখানা কয়লা ধরাইয়া হাঁপর দিয়ে বাতাস করে গন্‌গনে আগুন করল। তারপর একটা গেঁজে থেকে ছোট ছোট অনেক গুলো মুক্তা বাহির করিল। চিমটে দিয়ে মুক্তাগুলোকে ধরে পুড়িয়ে চুণ করিল। একটা কৌটা থেকে পানের পাতা বাহির করিল। পানের পাতাতে মুক্তা পোড়া চূণ দিয়ে কাইয়ের মতন থকথকে খয়ের দিল। পানটাতে আগাগোড়া সেই খয়ের মাখালে এবং তাতে দু' তিন টুকরো সুপারী দিলে। পানের খিলি করে একটা পাত্র করে নবাব সাহেবকে দিলে এবং আমাদের বল্লে, "আইয়ে বাবুজী, এক খিলি পান লীজিয়ে।" নবাব সাহেব ত কচ্ কচ্ করে পান চিবুতে লাগল। আশে পাশের লোকেরা বলিল যে মুসলমানের পান খাবে না; এজন্য কেহ পান নিল না। আমার মনে কি দুর্ব্বুদ্ধি হল। ভাবলাম, নবাবী পান ত কপালে জুটবে না, যায় যাক্ জাত, এই মনে করে আমি একটা পান নিয়ে নিলুম।

নবাব সাহেবকে কলকেতে তামাক সেজে তাওয়া দিয়ে সেই গনগনে আগুন দিয়ে এক ফরসী করে তামাক দিলে। নবাব সাহেব তা' টানতে লাগল—আরে ভাই, সে কি সুগন্ধি, কি বলব, জন্মে কখন অমন তামাক দেখি নাই। আমার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মনে হল—পান খেয়ে যদি অর্দ্ধেক জাত যায় তাহা হ'লে তামাক খেয়ে পুরা জাতটাই যাক্ আর দীন সেন না হয়ে না হয় দীন্ মহম্মদ হয়ে যাব, তবু নবাবী তামাক ছাড়া হবে না। তামাক খাবার ইচ্ছা দেখে একজন ঘর থেকে একটা ছোট কলকে এনে দিলে ও কলকেতে তামাক সেজে আগুন দিয়ে আমায় দিলে। আমি ত বিনে পয়সার একবার নবাব হয়ে নেব, এই ভেবে ঘরের ভিতর গিয়ে হুঁকোটা ফিরাইয়া তক্তার উপর বসে হুঁকোতে কলকে দিয়ে মনে করলুম—এবার ত ঘরের ভিতর বসে নবাব সাহেব হলুম। এই মনে করে পানটা মুখে দিয়ে বার কতক চিবিয়ে, বার তিনেক তামাকটা যেমন টেনেছি আর অমনি মাথার ভিতর ভোঁ করে উঠল, চোখে আর কিছু দেখতে পাই না, মাথা ঘুরতে লাগল। একজন হুঁকোটা হাত থেকে তুলে নিলে। আমি তক্তপোষের উপর পড়ে গেলুম আর ক্রমাগত হাত ঘুরাতে লাগলুম। জিবটা ভিতর থেকে যেন টানতে লাগল। মাথা ও শরীরে অতিশয় যন্ত্রণা বোধ হতে লাগল। কথা কইতে পারছি না, কিন্তু ভিতরে বেশ জড়ান আছে।

এদিকে নবাব সাহেব চলে গেলে মজলীস্ ভেঙ্গে গেল। যত লোক সব আমায় ঘিরে দেখতে লাগল এবং এন্‌তার্ গালি পাড়তে লাগল। অবশেষে আমায় কলতলায় নিয়ে গিয়ে মাথায় খানিকটা তেল দিয়ে কলের নিচে বসিয়ে দিলে আর থাবড়িয়ে থাবড়িয়ে জল দেবার ছুঁতো করে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাথায় চড় মারতে লাগল। আমি ত তখন বেওয়ারিশ মাল। যত লোক গাল পাড়ছে আর চড় মারছে। সব শুনছি, কিন্তু কথা কইতে পারছি না। তারপর আমায় ধরে এনে তক্তপোষে শুইয়ে দিলে। আর একটু একটু ডাবের জল খেতে দিলে। রবিবার, স্কুল অফিস বন্ধ। পাড়ার যত লোক এসে তামাসা দেখতে লাগল। পাড়ায় একটা হৈ চৈ পড়ে গেল।

প্রথম দিনটা খুব বেশী যন্ত্রণা ছিল, দ্বিতীয় দিন থেকে যন্ত্রণা কমতে লাগল এবং তৃতীয় দিনে অনেকটা কমে গেল; আমি উঠে বসলুম এবং ধীরে ধীরে দু' একটা কথা কইতে লাগলাম। নেশার ঘোরটা অনেকটা কমে গেল, আমি বেশ সুস্থ হলাম। আরে ভাই, এই হল নবাবী পান খাওয়ার দুর্গতি। আমরা সামান্য লোক, সামান্য ভাবে থাকাই ভাল। নবাবী পান তামাক কেহ যেন কখনও না খায়, তাহা হলে তা'র এই দুর্গতি হবে।" এই বলে দীন মহারাজ খুব হাসতে লাগিলেন।

এই গল্পটা এমন স্ফূর্ত্তি করে, হাসিয়ে হাসিয়ে বলে ছিলেন যে আমার হাসতে হাসতে পেটে ব্যথা হয়ে গিয়েছিল। দীন মহারাজের বর্ণনা কৌশল খুব সুন্দর ছিল এবং তিনি বেশ হাসাতে পারতেন।

———

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুলিখোরের কাণ্ড

দীন মহারাজ আর একটি গল্প বলিতে লাগিলেন, "ইটিলীতে একদিন রাত্রে ব্রজলাল পালিতের বৈঠকখানায় বসে আছি। ব্রজলাল পালিত, শ্রীশের বাপ্, আমি ও আর কয়েকজন বসে তাস খেলছিলাম ও কথাবার্তা হচ্ছিল। তখন রেড়ির তেলের গেলাসে একটা আলো জ্বলছিল এবং সদর দরজায় ও অন্য জায়গায়ও রেড়ির তেলের গেলাসে আলো জ্বলছিল। রাত্রি খানিক হয়েছে, চাকরেরা সব খেতে গেছে, কেউ আর নাই। এমন সময় তামাক খেতে ইচ্ছা হল। একটা গুলিখোর দরজার কাছে বসেছিল, তা'কে ডেকে বল্লুম, 'ওরে, একটু তামাক খাওয়া দিকিনি।' অমনি সে, 'হ্যাঁ মশাই' বলে দাঁড়িয়ে উঠল। তারপর একটা কলকে জোগাড় করে তামাক সাজল। হাতে করে টিকে নিলে, কিন্তু মহা সমস্যা আগুন পাবে কোথায়? টিকে ধরাবে কি করে? খানিকক্ষণ দালানে এদিক ওদিক করে তার মনে হল যে রাস্তার গ্যাসেতে আলো আছে। সেখান থেকে টিকেটা ধরিয়ে নিয়ে আসা যাক্। কলকে হাতে করে টিকে নিয়ে চট্ করে রাস্তায় বেরিয়ে পড়ল। রাস্তায় গিয়ে দেখে গ্যাসের থামগুলো অনেক উঁচুতে, সেখানে ত টিকে ধরান যাবে না! এদিকে আবার বাবুরা তামাক খেতে চেয়েছে, তামাক না দিলে ত ইজ্জৎ থাকে না। খানিকক্ষণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ঘুরে, তার মনে হল নিমতলার ঘাটেতে মরা পোড়ায়, সেখানে ত আগুন নিশ্চয়ই আছে। এই ভেবে সে কলকে আর টিকে নিয়ে ইটিলী থেকে নিমতলার ঘাটে দৌড় দিল। আমরা ত তামাকের কথা ভুলে গেছি। যে যার বাড়ীতে গিয়ে দরজা বন্ধ করে ঘুমুচ্ছি। এদিকে গুলিখোর বাবাজী নিমতলার ঘাট থেকে টিকে ধরিয়ে কলকেতে রেখে ফের ইটিলীতে ফিরে এসেছে। রাত্রি তখন হবে দুটো বা আড়াইটা। এসেই ত দোর ঠেলাঠেলি। 'বাবু উঠুন, তামাক সেজে এনেছি, তামাক খান।' দোর ঠেলাঠেলি শুনে ঘুম ভেঙ্গে ত উঠলুম। আরে! কে রে রাত্রে দোর ঠেলাঠেলি করছিস্? গুলিখোর উত্তরে বললে, 'আপনি যে বলেছিলেন তামাক সাজতে, তাই তামাক সেজে নিয়ে এসেছি।' আমি ঘুম চোখে বললুম, 'আরে থাক, কাল সকালে দেখব।' গুলিখোর ছাড়বার লোক নয়, সে দোর ঠেলাঠেলি ও চেঁচামেচি করতে লাগল। অবশেষে ঘুমচোখেই দোর খুলে তার হাত থেকে কলকে নিয়ে বললুম, আচ্ছা, তামাকটা খাচ্চি। যাহা হউক, বাকি রাত্রিটা আর উৎপাত করে নাই। বলিহারি গুলি-খোরের বুদ্ধি। সম্মুখে যে গেলাসে আলো জ্বলছিল তাতে ত টিকে ধরান যেতে পারত। তা না করে সে নিমতলা গেল টিকে ধরাতে। একেই বলে গুলিখোরের বুদ্ধি।" দীন মহারাজ এই গল্পটা বলে খুব হাসতে লাগলেন। আমি বললুম, 'দীনদা, তোমার এই অদ্ভুত গল্প যে শুনবে সেই হাসবে।'

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বামিজী প্রসঙ্গে দীন মহারাজ

দীন মহারাজ কর্মে যেমন নিপুণ ছিলেন, সাধন মার্গেও সেইরূপ উন্নত ছিলেন। সাধন মার্গের এত উচ্চ স্তরের কথা তিনি কহিতেন যে শ্রোতারা সহ্য করিতে না পারিয়া অনেক সময় তাঁহাকে কথা বন্ধ করিতে বলিতেন।

একদিন বেলুড় মঠের উঠানে, গরমকালে সন্ধ্যার সময় আমতলার নিচে আমি একটা ক্যাম্বিসের চেয়ারে বসিলাম এবং দীন মহারাজ একটা বেঞ্চে বসিলেন। দুইজনে কথাবার্তা চলিতে লাগিল। দীন মহারাজ বলিলেন, "স্বামিজীর একটি কবিতাতে * সমাধির কথা যাহা লেখা আছে তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য। আমি নিজে যতদূর দেখিয়াছি এবং মনটাকে যতটা তুলিতে পারিয়াছি তাহাতে দেখিয়াছি যে স্বামিজীর কবিতার ভাষা যেন এক এক ধাপে মনের উপর উঠিতেছে। এইরূপ সমাধি অবস্থার ভাষায় লেখা অতীব দুরূহ।"

---

* প্রলয় বা গভীর সমাধি

নাহি সূর্য নাহি জ্যোতিঃ নাহি শশাঙ্ক সুন্দর,
ভাসে ব্যোমে ছায়াসম ছবি বিশ্ব চরাচর ॥
অস্ফুট মন আকাশে, জগত সংসার ভাসে,
ওঠে ভাসে ডোবে পুনঃ অহং-স্রোতে নিরন্তর ॥
ধীরে ধীরে ছায়াদল, মহালয়ে প্রবেশিল,
বহে মাত্র, 'আমি' 'আমি' এই ধারা অনুক্ষণ ॥
সে ধারাও বন্ধ হল, শূন্যে শূন্য মিলাইল,
অবাঙ্‌মনসোগোচরম্, বোঝে—প্রাণ বোঝে যার ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই সময় দীন মহারাজ মন খুলিয়া স্বীয় অভিজ্ঞতা ও সাধনার কথা বলিতেন। এক একদিন এত উচ্চ মাত্রায় কথা উঠিত যে আমার মাথার ভিতর রি রি করিত, আর যেন সহ্য করিতে পারিতাম না। আমি বাধ্য হইয়া বলিতাম, 'আজ কথা থাক্, আর ধরিতে পারিতেছি না, কাল হবে।' এত উচ্চাঙ্গের কথা তিনি বলিতেন যে একেবারে শুনা বা বুঝা দুরূহ। তিনি যে নির্বাক হইয়া কঠোর সাধনা করিয়াছিলেন ইহা বোধ হয় অনেকে জানেন না। কর্মীরূপে অনেকে তাঁকে জানেন, অতিশয় পরিশ্রমী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি হিসাবেও জানেন, কিন্তু তপস্যার বিষয়েও তিনি অপ্রকাশিত-ভাবে উচ্চ মার্গের সাধক ছিলেন। এই সমস্ত কথা তিনি সাধারণের নিকট প্রকাশ করিতেন না। আমি কৃতজ্ঞতা স্বরূপ তাঁহার সাধনের কথা এই স্থানে কিছু লিপিবদ্ধ করিলাম।

মন কখন কি অবস্থায় ঊর্দ্ধগতি হয় তাহা বিশেষভাবে বিশ্লেষণ করিয়া দীন মহারাজ বলিতেন। তবে কয়েকদিন ব্যাপিয়া সন্ধ্যাকালে আমাদের মধ্যে যে কথা হইয়াছিল তাহার প্রত্যেকটি স্মরণ করিতে পারিতেছি না। এইজন্য সঠিকভাবে সমস্ত বলিতে পারিলাম না। যাহা হউক, তাঁহার সম্বন্ধে একটা মহা আনন্দের স্মৃতি আছে। দীন মহারাজ সাধন মার্গের উচ্চ স্তরে গিয়াছিলেন সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। এই সময় তিনি যেন মহাযোগী ও মহাজ্ঞানী হইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বলিতেন। তাঁর মুখ, কণ্ঠস্বর, চক্ষের দৃষ্টি ভিন্ন প্রকার হইত এবং অতি গম্ভীর ভাবে নিশ্চিত ভাষায় প্রত্যেক বস্তু পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বলিতেন ও তর্ক যুক্তি করিতেন না। তাঁহার মধ্যে অনিশ্চিত ভাব ছিল না। তাঁর কথাই ছিল 'আমি এটা করে দেখেছি, সঙ্গে সঙ্গে মিলিয়ে দেখেছি, তাই নিশ্চিত জানি।' এইস্থানে একটা কথা বলা আবশ্যক। এই সময় দীন মহারাজ স্বামিজীর সাধনের বিষয় উল্লেখ করিয়া বলিতেন, "এইরূপ সাধক খুব কম দেখা যায়; কি শ্রদ্ধা ভক্তি। একবার স্বামিজীকে জিজ্ঞাসা করি, 'আপনি আমাদের কর্মে আদেশ দিতেছেন, কিন্তু সাধন ভজনের কথা বলিতেছেন না।' তার উত্তরে তিনি বলিলেন, 'তোরা ত আর আমার সাধনের সময় আসিস্ নি, তাহ'লে বুঝতে পারতিস্; এখন আমার কর্মের ভাব, তাই কর্ম করতে বলি। যারা সাধনের সময় এসেছিল তারা সকলেই সাধকরূপে পরিচিত। তোরা দেরী করে এলি কেন?' দীন মহারাজ এই কথা উল্লেখ করিয়া আক্ষেপ করিয়া বলিতেন, 'আমরা শেষ সময়ে আসিয়া স্বামিজীকে কর্মীরূপে দেখিলাম, সাধনকালে আসিলে অন্য জিনিষ পাইতাম।'

বৃদ্ধ বয়সে দীন মহারাজ কাশীধামে রামকৃষ্ণ সেবাশ্রমে বাস করিতেছিলেন এবং তথায় আনুমানিক ৯০।৯২ বৎসর বয়সে দেহত্যাগ করেন। তিনি রামকৃষ্ণ সঙ্ঘের সকলের শ্রদ্ধেয় ও প্রণম্য ছিলেন।

ওঁ শান্তি। ওঁ শান্তি॥ ওঁ শান্তি॥॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
প্রকাশকের সরকার

গ্রন্থকারের প্রকাশিত পুস্তকাবলী

	টা	আ	পাই
১। শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণের অনুধ্যান (দ্বিতীয় সংস্করণ)	৩	৮	০
২। অজাতশত্রু শ্রীমৎ স্বামী ব্রহ্মানন্দ মহারাজের অনুধ্যান	১	৪	০
৩। মহাপুরুষ শ্রীমৎ স্বামী শিবানন্দ মহারাজের অনুধ্যান	১	৪	০
৪। সাধুচতুষ্টয়	০	১২	০
৫। কাশীধামে স্বামী বিবেকানন্দ (২য় সংস্করণ)	২	০	০
৬। লণ্ডনে স্বামী বিবেকানন্দ (প্রথম খণ্ড যন্ত্রস্থ)			
* ঐ দ্বিতীয় খণ্ড			
৭। শ্রীমৎ সারদানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী	৩	০	০
৮। শ্রীমৎ বিবেকানন্দ স্বামিজীর জীবনের ঘটনাবলী (যন্ত্রস্থ)			
৯। ব্রজধাম দর্শন	১	৮	০
১০। বদরীনারায়ণের পথে	২	৪	০
১১। নিত্য ও লীলা (বৈষ্ণব দর্শন)	১	০	০
১২। মায়াবতীর পথে	১	০	০
১৩। মাতৃদ্বয়	০	৪	০
১৪। মাষ্টার মহাশয়	০	১২	০
*১৫। বৃহন্নলা			
*১৬। ঊষা ও অনিরুদ্ধ			
১৭। পাশুপত অস্ত্রলাভ	৫	০	০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

		টা	আ	পাই
১৮।	গিরিশচন্দ্রের মন ও শিল্প (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত)	১	৮	০
১৯।	গুপ্ত মহারাজ	।০	৮	০
২০।	শ্রীমৎ স্বামী নিশ্চয়ানন্দের অনুধ্যান (২য় সং)	০	৮	০

		Rs.	As.	P.
1.	Natural Religion	1	0	0
2.	Energy	1	0	0
3.	Mind	1	0	0
*4.	Metaphysics			
*5.	Reflections on Woman			
*6.	Dissertation on Painting			
7.	Principles of Architecture	2	8	0
*8.	Appreciation of Michael Dutt and Dinabandhu			
*9.	Kurukshetra			
10.	Lectures on Status of Toilers	2	0	0
11.	Homocentric Civilization	1	8	0
*12.	Status of Women (with Bengali Translation)			
13.	Lectures on Education	1	4	0
14.	Federated Asia	4	8	0
15.	National Wealth	5	8	0
16.	Nation	2	0	0
17.	New Asia	1	0	0
18.	Nari-Adhikar (Translation of 'Status of Women' in Hindi)	0	12	0
19.	Manaba Kendric Sabhyata (Translation of Homocentric Civilization in Hindi)	1	0	0

* চিহ্নিত পুস্তকগুলি বর্ত্তমানে পাওয়া যায় না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. .....
BANARAS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi